শ্রীগুরু-নিতাই-গৌরহরি

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান গ্রন্থমালা—১৭

জীবাতু

(সুষম সংকলন)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান ✸ শ্রীশ্রীএকচক্রাধাম যোগপীঠ

নিতাইবাড়ি ✸ বীরচন্দ্রপুর-৭৩১ ২৪৫ ✸ বীরভূম ✸ পশ্চিমবঙ্গ

দূরভাষঃ ০৩৪৬১-২২০ ২২৪ / ২২০ ৩৫০

প্রথম প্রকাশ— শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী। ২০০১।

দ্বিতীয় প্রকাশ— শ্রীগুরুপূর্ণিমা। ২০০৩।

তৃতীয় প্রকাশ— পদ্মিনী একাদশী। ২০০৪।

চতুর্থ প্রকাশ– অক্ষয়-তৃতীয়া। ২০১১।

প্রকাশক—

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জন্মস্থান সেবামণ্ডল। নিতাইবাড়ি।

বীরচন্দ্রপুর-৭৩১ ২৪৫। বীরভূম। পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রীগুরু-নিতাই-গৌরহরি

—প্রাসঙ্গিক—

করুণানিধি শ্রীশ্রীগুরু-গুরুগণের অহেতুক স্নেহ-কল্যাণে, বহু-বাঞ্ছিত পূরণ হল। যুগগুরু শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় বলতেন ‘‘সাধক কণ্ঠমালার প্রথম হতে শেষ অবধি নিত্য পাঠ করা উচিত। যদি তা না পার, তবে শ্রীগুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, শিক্ষাষ্টক নিত্য নিয়ম করে পাঠ করবে।’’ এ কথার অনুকূল স্বরূপে ‘জীবাতু’র প্রকাশ। অনুশীলনে, গুরু-গৌরগণের বন্দনায় প্রতি হৃদয়ে তাঁদের কৃপাস্ফূর্ত্তি হবে। পাঠে হবে আজ্ঞাপালন ও সৎসংকল্প পূরণ। সর্বোপরি বাবাজী মহাশয়ের করুণাকিরণে ভেতর-বাহির আলোয় আলো হয়ে যাবে। ইতি শরণাগত—

শ্রীজীবশরণ দাস

শুভ অক্ষয়-তৃতীয়া

৬ মে। ২০১১। শুক্রবার

শ্রীগুরু-নিতাই-গৌরহরি

—উৎসর্গ—

গুরুলীলারসে মত্ত ‘‘পাগল’’—পাগল।

‘‘জীবাতু’’ অর্পিণু—সাথে নয়নের জল।।

আজ পৌষী কৃষ্ণা পঞ্চমী। শ্রদ্ধেয় পাগল দাদার শ্রীগুরু সেবায় লীন হবার পূণ্য বাসর। আমার সাথে মিলনেই বলতেন— ‘‘বাবাজীর কথা শোন।’’ অফুরাণ প্রসঙ্গে ভরিয়ে দিতেন। তাঁর হাতেই ‘‘জীবাতু’’ সমর্পিত হলেন। ইতি শরণাগত—

শ্রীজীবশরণ দাস।

শ্রীগুরু-নিতাই-গৌরহরি

যাঁর কৃপাতে এত হোলো
(তাঁর) প্রাণভরে জয় দাও।।

বন্দে২হং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূণ্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।।

১

।। শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকম্।।

সংসার-দাবানললীঢ়লোক—
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণগুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ১।।
মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রুতরঙ্গভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ২।।

২

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৩।।
চতুর্ব্বিধশ্রীভগবৎপ্রসাদ-
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৪।।

৩

শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার-
মাধুর্য্যলীলাগুণরূপনাম্নান্।
প্রতিক্ষণস্বাদনলোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৫।।
নিকুঞ্জ-যূনোরতিকেলিসিদ্ধ্যৈ-
র্যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৬।।

৪

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৭।।
যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৮।।

৫

শ্রীমদ্গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈঃ
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ
যঃ তেন বৃন্দাবননাথ সাক্ষাৎ
সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব।। ৯।।

ইতি—শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্তি ঠক্কুর বিরচিতং
শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

৬

।। শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা।।

আশ্রয় পাইয়া বন্দোঁ শ্রীগুরু-চরণ।
যাহা হইতে মিলে ভাই কৃষ্ণপ্রেমধন।। ধ্রু।।
জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরু-রূপ ধরি।।
মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু-আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান।।
সত্যজ্ঞানে গুরুবাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস।।

৭

যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন।
কোন বিঘ্নে সেহ নাহি হয় অবসন্ন।।
কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে।।
গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু হন পতি।
গুরু বিনা এ সংসারে নাহি আর গতি।।
গুরুকে মনুষ্য-জ্ঞান না কর কখন।
গুরু-নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ।।

৮